যৌথ চুক্তিনামা

জর্ডানের শ্রম আইন ১৯৯৬ এর সংশোধিত বিধি নং ৮ এর ধারা মোতাবেক

প্রথম পক্ষ ঃ জর্ডান গার্মেন্টস, এক্সেসরিজ ও টেক্সটাইলস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (জি-গেট) এবং কারখানা, কর্মশালা ও গার্মেন্টস মালিক সমিতি।

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ও পোশাক শিল্পের সাধারান শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন।

<u>ভূমিকা</u>

যেহেতু জর্ডান গার্মেন্টস, এক্সেসরিজ ও টেক্সটাইলস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (জি-গেট) এবং কারখানা, কর্মশালা ও গার্মেন্টস মালিক সমিতির প্রতিনিধি (প্রথম পক্ষ) এবং টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ও পোশাক শিল্পের সাধারন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন (দ্বিতীয় পক্ষ), জর্ডানের অর্থনীতির সমর্থনে এবং এই খাতে শ্রমিকদের কাজের অবস্থান উন্নতি কল্পে বস্ত্র ও পোশাক শিল্প খাতের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে আগ্রহী।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জর্ডানের কার্যকর আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী উপরোক্ত পক্ষদ্বয়ের অভিন্ন স্বার্থ বিবেচনায় এবং পক্ষদ্বয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় উভয়ের মধ্যে পরস্পরিক সমঝোতা ভিত্তিক সফল সংলাপের ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষ সামাজিক সংলাপে, প্রতিষ্ঠানে শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত শ্রম মান দন্ডের অনুশীলনে ক্রমোন্নতি সাধন করতঃ অত্র পোশাক শিল্প খাতের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী মডেল উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যেহেতু উভয় পক্ষ একদিকে বিনিয়োগকারী ও শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য, শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অনুকূল একটি গঠন মূলক কাজের পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করতে এবং অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারস্পরিক আলোচনায় অংশ গ্রহন করতঃ উভয় পক্ষের সম্পর্ক জোরদার ও সুসংহত করতে একমত হয়েছেন।

উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর একমত হয়েছেন;

ধারা ১ ঃ চুক্তিনামায় উভয় পক্ষের স্বীকারোক্তি

ক) এই চুক্তিপত্রটি জর্ডান গার্মেন্টস, এক্সেসরিজ ও টেক্সটাইলস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (জি-গেট) ও কারখানা, কর্মশালা ও গার্মেন্টস মালিক সমিতি এর মধ্যে একটি আঞ্চলিক চুক্তিনামা হিসেবে বিবেচিত হবে। যাহা পরবর্তিতে **<u>"নিয়োগদাতা"</u>** এবং টেক্সটাইল, গার্মেন্টস ও পোশাক শিল্পের সাধারন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন পরবর্তিতে **<u>"ইউনিয়ন"</u>** হিসেবে উল্লেখিত হবে।

খ) এন্টারপ্রাইজ সমুহ নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব হবে, যার পৃথক কর্মস্থলে নিয়োগ বিধি-বিধান ও শর্তাবলীর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ইউনিয়নের সাথে এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে চুক্তিনামা বন্দোবস্ত করার অধিকার থাকবে, যাতে অত্র সেক্টর চুক্তির শর্তাবলীর উন্নয়ন সাধিত হবে।

(গ) এ জাতীয় চুক্তি ও একটি এন্টারপ্রাইজ স্তরের চুক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে, এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ের চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এই চুক্তিনামার শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও উহা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তা যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ) এই চুক্তিনামা বর্তমানে বিদ্যমান সকল পোশাক শিল্প কর্মস্থলে, একইসাথে ভবিষ্যতে সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদনকারী সকল কর্মস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হবে। যে কোন ভবিষ্যৎসুবিধার জন্য স্থানীয় শর্তাবলীর ব্যাপারে এন্টারপ্রাইজ ও ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা করা যাবে।

ঙ) ধারা (১) এর বিধান বলে এন্টারপ্রাইজ ও ইউনিয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের লিখিত ও স্বাক্ষরিত যে কোন নতুন চুক্তিনামা তৈরী করা যাবে।

ধারা ২ ঃ কর্মীবাহিনী (শ্রমিকদের) ব্যপ্তি

এই চুক্তিনামা জর্দানের শ্রম আইন অনুযায়ী কোন প্রকার বৈষম্য বা তারতম্য ব্যতিত পোশাক শিল্পের সকল শ্রমিকের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ৩ ঃ ইউনিয়নের সদস্যপদ

ক) যে কোন শ্রমিকের ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অধিকার থাকবে। সকল সংগঠন নিয়োগকর্তা দ্বারা পরিচালিত হবে, তারা তাদের শ্রমিকদেরকে এই চুক্তিনামার বিষয়বস্তু ও উহার শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন।

খ) ইউনিয়ন এর জন্য কারখানার পরিচালকদের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদের সাথে ও ইউনিয়ন নির্বাচিত কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে কারখানায় সমূহে প্রবেশাধিকার উম্মুক্ত থাকবে।

ধারা ৪ ঃ নিয়োগকর্তার অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য

ক) ধারা (১/গ) এ চিহ্নিত মোতাবেক চুক্তিনামার সকল শর্তাবলী ও প্রবিধান গার্মেন্টস, এক্সেসরিজ ও টেক্সটাইলস শিল্প কারখানার সকল নিয়োগকর্তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হবে। এই চুক্তিনামার আওতাধীন যে কোন নিয়োগকর্তা কর্তৃক ব্যবসা বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হলে এই চুক্তিনামার সকল শর্তাবলী ও প্রবিধানের সমূদয় কার্যকারিতা ক্রেতা বা হস্তান্তরিত ব্যাক্তির উপরও যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য হবে।

খ) গার্মেন্টস, এক্সেসরিজ ও টেক্সটাইলস সেক্টরের নিয়োগকর্তাগণ কর্তৃক প্রণীত এবং এই চুক্তিনামায় বিশেষভাবে উল্লেখিত বা সীমাবদ্ধ নয় এমন সকল আইনত অধিকার ও বিশেষ ক্ষমতা, চুক্তিনামার মেয়াদকালীন সময়ে উপরোক্ত নিয়োগকর্তাগণ সংরক্ষণ করেন।

ধারা ৫ ঃ ইউনিয়নের দায়িত্বসমূহ

ক) ইউনিয়ন, চুক্তিনামার শর্তাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে শ্রমিকদের পক্ষে প্রাথমিক দায়িত্ব পালন ও কার্য পরিচালনা করবেন।

খ) ইউনিয়ন, সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়োগকর্তাদের অবহিত করবেন এবং ইউনিয়ন অনুমোদিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে এই চুক্তিনামার উদ্ভুত বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ইউনিয়নের সভাপতি, ইউনিয়নের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং এই চুক্তিনামার আওতাধীন প্রতিটি কর্মস্থলে এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ের শ্রমিক কমিটির যে কোন সদস্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

গ) ইউনিয়ন, এই চুক্তিনামার আওতাধীন প্রতিটি কর্মস্থলে, কারাখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সমন্বয় করতঃ বুলেটিন বোর্ড সেট করবেন।

ঘ) ইউনিয়নের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চুক্তির বিধানাবলী মেনে চলা হচ্ছে কি না তা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এই চুক্তিনামার আওতাধীন যে কোন কর্মস্থলে যুক্তিসংগত সময়ে ভিজিট করার অধিকার থাকবে। এ ধরনের ভিজিট ব্যবসায়ীক সময়ে করতে হবে। তবে তিনি ব্যবসায়িক কাজে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবেন না।

ধারা ৬ ঃ অর্থ প্রদান

ক) জর্ডানের শ্রম আইন অনুযায়ী এবং ইতিপূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্তকৃত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে শ্রমিকের বেতনাদী পরিশোধ করতে হবে।

খ) শ্রমিকদের প্রাপ্য সকল বেতন, প্রযোজ্য বোনাস, ছুটির দিন, ওভারটাইম প্রদানে তাদের কর্তৃক নির্দ্ধারিত কাজের সময় শেষে সাত দিনের বেশী বিলম্ব করা যাবে না। নিয়োগকর্তা শ্রমিকের নিজস্ব প্রমিত ভাষায় সবিশদ যথাযথ উল্লেখিত বেতন-স্লিপের মাধ্যমে বেতন ভাতা সংক্রান্ত সকল তথ্যাবলী অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন।

গ) এই চুক্তির আওতাধীন নিয়োগকর্তাগণকে শ্রম মন্ত্রনালয়ের নির্দেশাবলীতে সংজ্ঞায়িত অফিসিয়াল শাস্তি ও জরিমানা তালিকার বাইরে অন্য কোনভাবে মজুরি কর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ) নিম্নলিখিত পরিসেবা বছরের সংখ্যা অনুযায়ী সকল শ্রমিক বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।

- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে প্রথম বছর শেষে ৫ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে দ্বিতীয় বছর শেষে ৫ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে তৃতীয় বছর শেষে ৫ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে চতুর্থ বছর শেষে ৫ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে পঞ্চম বছর শেষে ৫ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে ষষ্ঠ বছর শেষে ৬ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।
- শ্রমিকগণ নিয়োগ প্রাপ্তির সময় হতে সপ্তম বছর শেষে ৭ জেডি (জর্ডানিয়ান ডলার) হিসেবে বার্ষিক বৃদ্ধি ভাতা পাবেন।

শ্রমিকের নিয়োগ প্রদানের তারিখ প্রমাণ করবে যে, উক্ত শ্রমিক এখনও কর্মক্ষেত্রে বহাল আছেন।

ধারা ৭ ঃ কাজ ও ওবারটাইমের সময়কাল

ক) চুক্তিনামার আওতাধীন সকল কর্মক্ষেত্রে কাজের সময়, ওভারটাইম, ওভারটাইম ভাতা নিয়ন্ত্রক আইনি বিধান মেনে চলতে হবে।

খ) নিয়মিত কাজের সময় সপ্তাহে আট চল্লিশ (৪৮) ঘন্টার বেশী হবে না। জোরপূর্বক ওভারটাইম করানো যাবে না বরং সকল ওভারটাইম স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে হতে হবে।

গ) সকল ওভারটাইমের অর্থ প্রদান আইন অনুযায়ী হতে হবে।

ঘ) সকল নিয়োগকর্তাকে গত ০৮/১১/২০১৪ ইং তারিখে উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখিত, যাহাতে শ্রমিকদের মজুরি, ওভারটাইম কাজ, সামাজিক নিরাপত্তার নির্দিষ্ট বিধানাবলী এবং ইউনিয়ন মেম্বারশীপ অধিকার নিরুপন বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। যাহা শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্পোরেশনে দাখিল করা হয়েছে এবং ৩১/১২/২০১৪ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে, উক্ত বিধানাবলী সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা ৮ ঃ বৈষম্যহীনতা

অত্র চুক্তিনামার শর্তাবলীর আওতাধীন সকল নিয়োগকর্তাবৃন্দ ঃ

ক) ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোন বংশ, জাত-গোষ্ঠী, বর্ণ, ধর্ম, ধর্মমত, জাতীয়তা, লিঙ্গ,বয়স, নাগরিকত্ব অবস্থা, অক্ষমতা, সদস্যপদ বা কার্যক্রমের ভিত্তিতে কোন শ্রমিকের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

খ) জর্দানের আইন বহির্ভূত কোন শিশু বা কিশোরকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

গ) বিভিন্ন ধর্মের সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু তাদের জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর নির্দিষ্ট একদিন অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন বন্ধ থাকবে।

ধারা ৯ ঃ ব্যবকলন

বিগত ৩১/১২/২০১৪ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত, গত ০৮/১১/২০১৪ ইং তারিখে উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে বর্ণিত, ধারা-১১ এ উল্লেখিত জর্ডানী আইনের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে এই চুক্তিনামার আওতাধীন নিয়োগকর্তাগণ, ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে শ্রমিকদের বেতন হতে কর্মী প্রতি মাসিক ০.৫ জেডি হারে অর্থ ব্যবকলন করবেন। উক্ত সকল কর্তিত অর্থ প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়নের ব্যাংক একাউন্টে জমা দিতে হবে।

ধারা ১০ ঃ সময় নিয়ন্ত্রন ঘড়ি

এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের মান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সময় নিয়ন্ত্রন ঘড়ি রাখতে হবে এবং এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল শ্রমিক নিজ নিজ কাজ শুরু করার আগে এবং কাজ শেষে তাদের নিজ নিজ টাইম কার্ড, মেশিনে পাঞ্চ করতে হবে।

ধারা ১১ ঃ কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা

ক) এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল কর্মক্ষেত্রে জর্ডানি আইনের বিধানমতে কাজের নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়োগকর্তা, কর্মক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্র সীমানার ভিতরে অবস্থিত সকল যন্ত্রপাতী ও সরঞ্জামাদীর সুষ্ঠ রক্ষনাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যাপারে একচেটিয়া দায়ী থাকবেন এবং স্বাস্থ্য সুস্থতা, নিরাপত্তা ও স্যানিটেশন বিষয়ক মান ও আইন কানুন সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে।

খ) প্রত্যেক নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়নকে জর্ডানের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কারখানায় পেশাদার নিরাপত্তা রক্ষী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার যৌথ শ্রম-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়নের সম সংখ্যক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ কমিটির সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন।

গ) ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের কর্তৃক মনোনিত শ্রমিক প্রতিনিধি অথবা ইউনিয়ন কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে এই চুক্তিনামার আওতাধীন কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধি এই কমিটিতে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

ঘ) যৌথ ইউনিয়ন-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যার সুরাহা এবং অনিরাপদ বা ক্ষতিকর অবস্থা ও অনুশীলন সংশোধনের জন্য সুপারিশ পেশ করবেন। এছাড়া নিয়ম-পদ্ধতি, দুর্ঘটনা ও রোগ প্রতিরোধ করার জন্য সুপারিশ পেশ করবেন। ইউনিয়ন প্রতিনিধিগণের শ্রম মন্ত্রনালয় বা নিয়োগকর্তার পরিদর্শক দ্বারা পরিচালিত পরিদর্শনে অংশগ্রহনের অধিকার থাকবে।

ঙ) সকল কর্মস্থলে পেশাদার নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রোগ্রামের জন্য লিখিত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

চ) এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল নিয়োগকর্তা, ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জন্য কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এই বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য চুক্তির মেয়াদকালীন সময়ে ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের জন্য পেশাদার নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OHS) বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ প্রোগাম তৈরির কথা বিবেচনা করবেন।

ছ) এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল উদ্যোক্তাগণ, সকল কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পানীয় ট্যাংকির ব্যবস্থা করবেন। কর্মক্ষেত্র এলাকায় অবস্থিত টয়লেট ও স্যানিটারী সমূহ সম্পূর্ণরুপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ অবস্থায় রাখতে হবে।

জ) যে কোন শ্রমিক যদি সে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে, কর্মসম্পাদনে তার কর্মক্ষমতায় আঘাত ও অসুস্থার গুরুতর ঝুঁকি আছে মনে করে, তাহলে তার কাজ সম্পাদনে অস্বীকার করার অধিকার আছে। নিয়োগকর্তা তাকে বরখাস্ত, শাসন, তার সাথে বৈষম্যমূলক বা প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের উক্ত বিষযে ভালভাবে চিন্তা করার অধিকার থাকবে।

ধারা ১২ আবাসন মান

ক) এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল নিয়োগকর্তা, নূন্যতমরুপে অন্তত ১লা জুলাই ২০১৩ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত মন্ত্রনালয়ের হেলথ রেগুলেশন এর মান অনুযায়ী শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ। যদি বর্তমান আবাসন ভবনে উক্ত মান পূরণ না হয়ে থাকে, তাহলে এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষরের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে উহাতে মান সম্মত অবস্থা ও পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) আবাসন স্থলে সম্মতি প্রদত্ত জিনিসপত্র যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের পক্ষে, নিয়োগকর্তার সাথে পূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে, শ্রমিকদের আবাসন স্থল পরিদর্শন করা অধিকার থাকবে।

ধারা ১৩ ঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

ক) এই চুক্তিনামার আওতাধীন নিয়োগকর্তাগণ, শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত শিক্ষা সেশন, বক্তৃতা ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন।

খ) নিয়োগকর্তগণ এরুপ সেশন ও কর্মশালায় অংশগ্রহন হেতু সময় ব্যয় করার কারণে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন হতে কোন অর্থ কর্তন করতে পারবেন না। ইউনিয়ন, কারখানা পরিচালকের সাথে সমন্বয় করে শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের প্রোগ্রাম নির্দ্ধারন করবেন।

গ) ইরবিদ আল-হাসান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সিটিতে যেমন শ্রমিকদের জন্য একটি মিলনায়তন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের শিল্প এলাকাসমূহে শ্রমিকদের জন্য অনুরুপ মিলনায়তন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর্থিক সহায়তা, তহবিল গঠন ও মঞ্জুরি প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করা হবে। উক্ত কেন্দ্রে শ্রমিকগণ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহন এবং তাদের দেশীয় / জাতীয়তার আত্মীয় স্বজন ও সহকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ করার সুযোগ পাবেন।

ধারা ১৪ ঃ জর্ডানি নাগরিকদের জন্য নুতন কাজের সুযোগ সৃষ্টিকরন

ক) উদ্যোক্তাগণ জর্ডানি শ্রমিকদের জন্য কারখানায় কাজের সুযোগ তৈরী ও তাদের শতকরা হার বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন এবং স্থানীয় শ্রমিকদেরকে সরকারী প্রশাসনিক ও পল্লী এলাকায় নিয়োগে আগ্রহী করার জন্য সকল সরকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ সংগঠন এর সাথে বিশেষ করে শ্রম মন্ত্রনালয় এবং প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ ফান্ড দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করবেন।

খ) নিয়োগকর্তাগণ ও কারখানার দায়ীত্বশীলগণ ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারীদের জন্য চাকরীর সুযোগ তৈরী করবেন এবং কেন্দ্র কর্তৃক চিহ্নিত এলাকা সমূহে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ করার জন্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট / রিহ্যাবিলিটেশন অব কমিউনিটি কলেজ গ্রাজুয়েটস প্রোজেক্টের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করবেন।

গ) সেক্টর সম্পর্কিত বিষয় যেমন হিসাববিদ্যা, ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রন, গুদাম ও উৎপাদন ইত্যাদী বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটধারীদের জন্য চাকুরীর সুযোগ তৈরী করবেন।

ঘ) জর্ডানি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ বন্ধ করা যাবে না এবং অভিবাসী শ্রমিকদের চাকুরী চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের সংকোচন করা যাবে না এবং গেষ্ট সিষ্টেমে আগত শ্রমিকদের ওয়ার্ক পারমিট নবায়নে প্রভাবিত করা যাবে না।

ধারা ১৫ ঃ এন্টারপ্রাইজের স্যাটেলাইট অফিস সমূহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোম্পানী সমূহ

ক) কারখানা সমূহের পরিচালকগণ একটি প্রকাশনা অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় যেখানে দরিদ্র ও বেকার মানুষ বিদ্যমান, এমন জর্দানী নাগরিকদের বেশী হারে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়ার জন্য শ্রম মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ করবে।

খ) কারখানা ও এন্টারপ্রাইজের নিয়োগকর্তাগণ শিল্পাঞ্চল এলাকা থেকে নিকটে বা দূরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করতে পল্লী এলাকার দাতব্য সংস্থা সমূহ ও নাগরিক সমাজ সংগঠনের সাথে সার্বিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা করবে।

ধারা ১৬ ঃ শিশু সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে পোশাক শিল্প কারখানায় নারীদের নিয়োগ ও উৎসাহ বাড়ানো।

জর্ডানের শ্রম আইনের ধারা ৭২ এর বিধি মোতাবেক (উপযুক্ত স্থানে) নার্সারী (শিশু সেবা) প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যাহা নিম্নরুপ যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা নার্সারি পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে ঃ

ক) কারখানার সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানে নার্সারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

খ) কারখানার সন্নিকটে দাতব্য সংস্থা বা নাগরিক সমাজ সংগঠন সমূহে, তাদের সাথে চুক্তি করে, উপযুক্ত স্থানে নার্সারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

গ) একই ভৌগলিক এলাকায় অধিষ্ঠিত একাধিক কারখানার জন্য উপযুক্ত স্থানে একটি যৌথ নার্সারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

ঘ) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স এর মাধ্যমে "সাদাকা" সংস্থায় উপযুক্ত মান অনুযায়ী আর্থিক সহায়তার চাহিয়া আবেদন করা হবে।

ধারা ১৭ ঃ চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য বীমা

এই চুক্তিনামার আওতাধীন এন্টারপ্রাইজের নিয়োগকর্তাগণ কারখানা সাইটে একটি যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করবেন। যাহাতে গোল্ডেন তালিকার মানদন্ড অনুযায়ী ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসা সরঞ্জামাদী, ঔষধপত্র দ্বারা সজ্জিত হবে। এই ক্লিনিক সকল কাজের সময় খোলা থাকবে।

নিয়োগকর্তাগণ নিম্নোক্তরুপে সকল শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন;

ক) শ্রম মন্ত্রনালয়ের অনুমোদিত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নার্সসহ একজন ফুল টাইম সাধারন চিকিৎসক রাখার ব্যবস্থা করবেন।

খ) চিকিৎসক জরুরী ক্ষেত্রে রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট রেফার করবেন এবং এন্টারপ্রাইজের অর্থে যথোপযুক্ত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা ১৮ ঃ পরিবহন

নিয়োগকর্তা এক কিলোমিটারের বেশী দূরত্বে বসবাসকারী শ্রমিকদের কারখানায় যাওয়া-আসার জন্য কারখানার কাছে মিলিত হওয়ার স্থান থেকে এবং তাদের কারখানাতে আশার জন্য মিলিত হওয়ার স্থান থেকে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ ফ্রি পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা ১৯ ঃ অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত চুক্তিনামা

ক) বিগত ২রা এপ্রিল ২০১৫ইং তারিখে উভয় পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ বা চুক্তি নবায়নে চুক্তি শর্তাবলীর অধীনে, প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য তাদের জাতীয়তা ও মাতৃভাষা বিবেচনায় পৃথক পৃথক চুক্তিপত্র ইস্যু করতে উভয় পক্ষ একমত হয়েছেন। যাহা ১১ই মে ২০১৫ইং তারিখে শ্রম মন্ত্রনালয়ে দাখিল করা হয়েছে। নিয়োগকর্তাগণ শ্রমিকদের চুক্তিপত্র বিতরন করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের নিজ দেশে বা জর্দানে, শ্রমিকদের নিকট থেকে যেন রিক্রুটিং এজেন্সীর নিয়োগ ফি, দালাল বা মধ্যস্থাকারীর ফি আদায় করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে উভয় পক্ষ জোর প্রচেষ্টা চালাবেন। চুক্তির মেয়াদকালে এই লক্ষ্য অর্জনে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে উভয় পক্ষ একমত হন।

ধারা ২০ ঃ কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা

ক) শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষ ঠিকাদারদের রিপোর্টের আলোকে উৎপাদন সাইটের কোন শ্রমিকের কাজ বন্ধ বা সমাপ্ত করা যাবে না। এই চুক্তির বিধানের আওতায় তৃতীয় পক্ষ ঠিকাদারদের সাথে (৯০) নব্বই দিনের সাব-ঠিকাদারী চুক্তিনামা সম্পাদন করতে উভয় পক্ষ একমত হন।

খ) কোন এন্টারপ্রাইজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুপারভাইজর বা অন্য কোন ব্যক্তি, অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতি, জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বা নতুন ষ্টাফের প্রশিক্ষণ বা নতুন প্রযুক্তি বা নতুন যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যতিত, শ্রমিকদের দ্বারা কারখানার আওতার বাইরে এই চুক্তির আওতাধীন কোন কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারবেন না।

ধারা ২১ শ্রমিকদের শৃঙ্খলা ও বরখাস্ত করন

ক) শ্রমিকদের শিক্ষানবিশকাল কর্মসংস্থানের প্রথম নব্বই দিন ব্যতিত, স্পষ্ট ও যথেষ্ট কারণ ছাড়া কোন শ্রমিকের চাকুরী পরিসমাপ্তি করা যাবে না। শ্রমিকদের পরিষেবার বিষয়ে শাস্তি প্রদান ও চাকুরী সমাপ্তি করন সংক্রান্ত বিবাদের বিষয়টি জর্দান শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়ন কোন শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত বা চাকুরী সমাপ্তকরনের পূর্বে শ্রম মন্ত্রনালয়ের অনুমোদিত আভ্যন্তরীণ উপবিধি অনুযায়ী, প্রথমে মৌখিকভাবে এবং পরবর্তিতে লিখিতভাবে শ্রমিককে সতর্ক করন শুরু করতঃ ধীরে ধীরে শাস্তি বাস্তবায়ন করতে একমত হয়েছেন।

গ) কোন শ্রমিক যদি গুরুতরভাবে বিধি লঙ্ঘন করে বা গুরুতর অপরাধ করে, চুরি করে, কোম্পানীর সম্পদ ক্ষতি সাধন বা বিনষ্ট করে কিংবা সুপারভাইজর বা সহকর্মী বা সাধারন পাবলিকের উপর আক্রমণ করে। তাহলে শ্রম আইনের ধারা ২৮ এর বিধি মোতাবেক তাকে তাৎক্ষনিক বরখাস্ত বা তার চাকুরী সমাপ্ত করনে নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়ন একমত হয়েছেন।

ঘ) যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, শ্রমিকের চাকুরী সমাপ্তি বাতার উপর শাস্তি বাস্তবায়ন অবৈধ ছিল। তাহলে শ্রমিক কাজে ফিরে যেতে পারবে এবং চাকুরী সমাপ্তি বা শাস্তি বাস্তবায়ন মেয়াদকালে তার আর্থিক ক্ষতি হয়ে

থাকলে, তা পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারবে। ইউনিয়ন উক্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে আনতে আদালতের সিদ্ধান্ত চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

ধারা ২২ ঃ বিরোধ নিষ্পত্তি করন

নিয়োগকর্তার এবং ইউনিয়ন একমত হন যে, যদি ইউনিয়ন বা শ্রমিকদের এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়, যাহা এই চুক্তি বাস্তবায়ন বা ব্যাখ্যায় বিধি লঙ্ঘন অভিযোগের অন্তর্ভূক্ত। তাহলে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় তাহা সমাধা করা হবে।

যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে, উক্ত অবস্থা ঘটার তারিখ হতে বা শ্রমিক আক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে অথবা ইউনিয়ন বিরোধ পরিস্থিতি উদ্ভবের বিষয়টি যে দিন জানতে পেরেছেন, সেই তারিখ হতে ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে নিয়োগকর্তাকে বিরোধের বিষয়টি লিখিতভাবে অবহতি করতে হবে।

এতে একচ্ছত্রভাবে সকল অভিযোগ ও দাবী নিরুপন করার জন্য বিরোধ সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে। বিরোধ উদ্ভুত স্তরে বিরোধ রেজুলেশন সুশৃঙ্খল করা এই বিধানের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সমাধান করা হবে ঃ

ক) পদক্ষেপ ১ ঃ কর্মস্থলের যথাযথ কমিটি প্রতিনিধি নিয়োগকর্তার প্রতিনিধির সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিবেন। যদি তাহারা পাঁচ দিনের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যার্থ হন। তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপের বিরোধ রেজুলেশন প্রক্রিয়ায় উহা বাস্তবায়ন করা হবে।

খ) পদক্ষেপ ২ ঃ ইউনিয়নের প্রতিনিধি উক্ত বিরোধ মিমাংসা করার জন্য কর্মস্থলের সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে বৈঠক করবেন। যদি তারা সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যার্থ হন, তাহলে উহা ফায়সালা করার জন্য উক্ত বিরোধের বিষয়টি শ্রম মন্ত্রনালয়ের বিরোধ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

গ) পদক্ষেপ ৩ ঃ শ্রম মন্ত্রনালয়ের বিরোধ বিভাগ, জর্ডানি শ্রম আইন মোতাবেক ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তার মধ্যে মধ্যস্থতা করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

ঘ) নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের যে কোন বিরোধ, অভিযোগ বা দাবী, এখানে প্রদত্ত প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন কর্তৃক উহা ব্যবস্থা ও সমাধা করা হবে।

ঙ) ইউনিয়ন ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এই চুক্তিনামার আওতাধীন সকল শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং শ্রমিকের জাত, ধর্ম, ধর্মমত, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, লিঙ্গ, বয়স, নাগরিকত্ব অবস্থা বা অক্ষমতার ভিত্তিতে কারো প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

ধারা ২৩ ঃ সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ করন

যদি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিস্থিতির দরুন কর্মসংস্থান চুক্তি স্থগিত বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তাহলে জর্দানের শ্রম আইনের ধারা ৩১ এর বিবেচনায় নিয়োগকর্তা অবশ্যই পরিস্তিতি অবসানের জন্য জরুরীভাবে বৈঠক করবেন। যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়। তাহলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এক পঞ্জিকা বৎসরের মধ্যে শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাওয়ার অধিকার থাকবে।

ধারা ২৪ ঃ যৌথ কমিটি

ক) একটি যৌথ ইউনিয়ন-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার জন, প্রত্যেক এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ের নিয়োগকর্তা ও ইউনিয়ন কমিটি সমান সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনিত করবেন। উক্ত যৌথ কমিটি প্রতি মাসে একবার নিয়মিত বৈঠকে বসবেন। নিয়োগকর্তা কমিটির বৈঠকের জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ছুটি প্রদান করবেন।

খ) যৌথ ইউনিয়ন-ব্যবস্থাপনা কমিটি এই চুক্তিনামার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহে এই চুক্তির বিধানাবলী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য দেখাশুনা করবেন।

গ) ৪র্থ মার্চ ২০১৫ইং তারিখে বোর্ড প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গৃহিত উপ-ধারা মোতাবেক, উভয় পক্ষ আঞ্চলিক স্তরে, জর্দান পোশাক খাতে শিল্প সম্পর্কিত যৌথ কাউন্সিল গঠন করতে একমত হয়েছেন।

ধারা ২৫ ঃ বিবিধ

এই চুক্তিনামার আওতাধীন নিয়োগকর্তাগণ শ্রমিকদের প্রদত্ত বেতন-ভাতা ও তাদের উপস্থিতির তথ্যাবলী রেকর্ড করে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ধারা ২৬ ঃ চুক্তিনামার মেয়াদকাল

এই চুক্তিনামার মেয়াদ ১লা আগষ্ট ২০১৫ইং তারিখ হতে ৩১শে জুলাই ২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

চুক্তিনামাটি চার (৪) ফর্দে প্রস্তুত করা হলো, যার এক কপি শ্রম মন্ত্রনালয় কর্তৃক নিবন্ধিত।

প্রথম পক্ষ   দ্বিতীয় পক্ষ